সেনা হেফাজতে থাকা আসামিদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে ট্রাইব্যুনাল:প্রসিকিউটর

সংগৃহীত ছবি

চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেছেন, সেনা হেফাজতে থাকা আসামিদের আদালতে হাজির করতে হবে এবং তাদের অবস্থান বিষয়ে ট্রাইব্যুনালই সিদ্ধান্ত নেবে। সরকারের এখতিয়ারে যেকোনো স্থানকে কারাগার ঘোষণা করা গেলেও আদালতের নির্দেশই হবে চূড়ান্ত।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেছেন, সেনাবাহিনীর হেফাজতে থাকা সেনা সদস্যদের যদি গ্রেফতার দেখানো হয়, তবে আইন অনুযায়ী তাদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আদালতে হাজির করতে হবে। এরপর ট্রাইব্যুনালই ঠিক করবেন আসামিদের সাবজেলে রাখা হবে নাকি অন্য কোনো কারাগারে পাঠানো হবে।

তিনি বলেন, “সরকারের ক্ষমতা আছে যেকোনো স্থানকে কারাগার ঘোষণা করার, কিন্তু ট্রাইব্যুনালের আইন অনুসারে আসামিদের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে আদালত।”

সোমবার (১৩ অক্টোবর) ঢাকার সেনানিবাসের এমইএস ভবনকে অস্থায়ী কারাগার ঘোষণার প্রজ্ঞাপন প্রকাশের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই মন্তব্য করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, ঢাকা সেনানিবাসের বাশার রোড সংলগ্ন ‘এমইএস বিল্ডিং-৫৪’-কে সাময়িকভাবে কারাগার ঘোষণা করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনটি ১২ অক্টোবর জারি হলেও তা প্রকাশ্যে আসে সোমবার।

প্রসঙ্গত, এই ঘোষণার আগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানাভুক্ত ১৫ জন সেনা কর্মকর্তাকে সেনা হেফাজতে নেওয়া হয়, যার পরেই বিষয়টি নতুন মাত্রা পায়।